তারিখ ... 5/11/77 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম 1 ...

দৈনিক বাংলা

263

ঢাকা : শনিবার, ১৯শে কার্তিক, ১৩৮৪ : ৫ই নভেম্বর ১৯৭৭

ডঃ কুদরত-ই-খুদা

দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী ও শিক্ষাব্রতী ডঃ মুহম্মদ কুদরত-ই-খুদার ইন্তেকালে আমরা এমন একজন মানুষকে হারালাম বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে যিনি ছিলেন পথিকৃৎ, শিক্ষাবিস্তারে যিনি পালন করে গেছেন অগ্রযাত্রীর ভূমিকা। বিজ্ঞানচর্চা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষাবিস্তারে তাঁর অবদান জাতি কখনও বিস্মৃত হতে পারবে না। এখন থেকে অর্ধশতাব্দীকালেরও আগে, বাঙালী মুসলমান সমাজ যখন শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাদপদ, ডঃ কুদরত-ই-খুদা তখন আপন মেধা ও সাধনার বলে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি সকলের লক্ষ্যগোচর করে তোলেন। ১৯২৪ সালে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে রসায়নশাস্ত্রে এম-এসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে সরকারী বৃত্তি নিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে লন্ডন যান এবং ডিএসসি লাভ করেন। শিক্ষাঙ্গনে কৃতিত্বের জন্যে ডঃ কুদরত-ই-খুদা প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি অর্জন করেছিলেন। ১৯৩১ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন এবং দেশ ভাগাভাগি পর্যন্ত তিনি সেখানেই শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন এবং তিন বছর জনশিক্ষা বিভাগের পরিচালকের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। প্রায় বারো বছর তিনি বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের পরিচালক ছিলেন।

ডঃ কুদরত-ই-খুদার এই কৃতিত্বপূর্ণ, ঘটনাবহুল জীবন একজন জ্ঞান পিপাসুর শ্রম ও সাধনার স্বাক্ষরই বহন করছে। তাঁর এই উজ্জ্বল নাম দেশের মানুষ, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কাছে বরাবরই ছিল অনুপ্রেরণার উৎস। জ্ঞানের সাধনায় তিনি যেমন সফলতা অর্জন করেছিলেন, বহু বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনায় যেমন অবদান রেখেছিলেন তেমনি তিনি সৃষ্টি করেন তাঁর বৈজ্ঞানিক উত্তরসূরী। এ যে কতবড় সাফল্য কতবড় কৃতিত্ব আমাদের সামাজিক পটভূমির কথা মনে না রাখলে তা উপলব্ধি করা যাবে না। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ যেমন প্রশস্ততর হয়েছে তেমনি গড়ে উঠেছে অনুকূল সামাজিক পরিবেশ। বিদ্যাচর্চা এই সমাজে সাফল্যের চাবিকাঠিরূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এখন থেকে অর্ধশতাব্দীকাল আগেও জ্ঞানচর্চা ছিল উদ্বোধনের মত ঘটনা, নিবেদিত-প্রাণ না হলে কারও পক্ষে এই সাধনায় সহজে সাফল্য লাভ করা সম্ভব ছিল না। এই প্রসঙ্গে আরও স্মরণযোগ্য, বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগের ক্ষেত্র তখন অনেক সীমিত ছিল, বিজ্ঞান চর্চার সুযোগও ছিল সীমাবদ্ধ। এই প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশেও ডঃ কুদরত-ই-খুদা জ্ঞানের সাধনায় অগ্রপথিকের ভূমিকা পালন করে গেছেন।

ডঃ খুদার মৃত্যুতে আমাদের সমাজে এক শূন্যতা সৃষ্টি হল সন্দেহ নেই। আমাদের সমাজ থেকে ব্যক্তিত্ববান মানুষ একে একে চলে যাচেছন যারা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে ঐকান্তিক সাধনায় অতুলনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। সে সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাজগতও বটে। এমন ব্যক্তিত্ব এখন ধীরে ধীরে দুর্লভ হয়ে উঠছে যারা সমাজকে দিকনির্দেশ দিতে পারেন, মূল্যবোধে আত্মস্থ করে তুলতে পারেন। পরিণত বয়সেই ডঃ খুদা ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে সমাজের ক্ষতি সহজে পূরণ হবার নয়।

বাংলাদেশে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ডঃ খুদা এক অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে গেছেন। বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা এবং উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলাভাষার প্রবর্তনের প্রশ্নে তিনি ছিলেন আপোসহীন, তিনি কেবল মুখের কথায়ই বাংলা প্রচলনের প্রবক্তা ছিলেন না ; নিজের রচনায় ও কর্মেও তিনি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ডঃ কুদরত-ই-খুদার মত অসামান্য পরিচয়ের অধিকারী মানুষটির নাম আমাদের শিক্ষাঙ্গণে ও সমাজে স্মরণীয় করে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সরকার ও জনগণের শ্রদ্ধা ও স্বীকৃতি তিনি জীবদ্দশায়ই পেয়েছেন। মৃত্যুর পরও তাঁর প্রতি এই শ্রদ্ধার পরিচয় আমাদের তুলে ধরতে হবে কাজের ভেতর দিয়ে, তাঁর নামে পদক, বৃত্তি ইত্যাদি প্রবর্তন করা দুরূহ কাজ হবে না বলেই মনে করি। তবে এই বিজ্ঞান সাধক ও শিক্ষাব্রতীর স্মৃতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন হবে যদি আমরা বাংলা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষার প্রবর্তনে সফলকাম হই। সর্বোপরি একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধনার এই দৃষ্টান্ত আমাদের শিক্ষাঙ্গনে যাতে অনুসৃত হয় সে ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হবে। তাঁর শূন্যস্থান আমাদের ভরে তুলতে হবে জ্ঞান ও কর্মের সাধনায়।

ডঃ কুদরত-ই-খুদার মৃত্যুতে আমরা আমাদের গভীর শোক জ্ঞাপন করি, কামনা করি তাঁর পবিত্র রূহের মাগফেরাত। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনকে আমরা জানাই আন্তরিক সমবেদনা।